ভোরের কাগজ

তারিখ ... 04 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

ছাত্রলীগের সম্মেলনকে ঘিরে গ্রুপিং–লবিং

পিনাকী রায় : আগামী ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ছাত্রলীগের (শা-পা) কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে ঘিরে বহুমুখী তৎপরতা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিটিতে স্থান পাওয়ার জন্য সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা সাবেক ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে গ্রুপিং, লবিঙে ব্যস্ত।

দিনের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন, আওয়ামী ফাউন্ডেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের বাসায় ছাত্রনেতারা ঘন ঘন যাতায়াত করছে। এদিকে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই ৩টি হলের কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের তারিখ প্রথমে ১৭ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরে তা পরিবর্তন করা হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ভাগ হয়ে গেছে। বরিশাল এলাকা, ফরিদপুর এলাকা এবং অন্য এলাকাভিত্তিক ভাগ ছাড়াও আছে বয়সভিত্তিক, ছাত্রভিত্তিক বিভাজন। যে সব নেতার বয়স ২৭ বছরের নিচে তাদের সঙ্গে ২৭ বছরের বেশি বয়সের নেতাদের মনে মনে রেষারেষি চলছে বলে জানা গেছে। সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে জোর আলোচনা সংগঠনের নীতিনির্ধারক মহল গঠনতন্ত্র মেনে যাদের বয়স ২৭ এবং যারা নিয়মিত ছাত্র তাদের এবার নেতৃত্বে আনার কথা চিন্তাভাবনা করছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত তাদের প্রায় সবারই বয়স ২৭ বছরের বেশি বলে সূত্র জানিয়েছে। এসব প্রার্থীর অধিকাংশেরই আর ছাত্রত্ব নেই। ফলে অছাত্র ও বেশি বয়সী নেতাদের সঙ্গে কমবয়সী ছাত্রনেতাদের রেষারেষি চরমে এবং এগুলোকে পুঁজি করে লবিং-গ্রুপিংও জোরেশোরে চলছে। অছাত্র ও ২৭ বছরের বেশি বয়সের কয়েকজন ছাত্র নেতার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করলে তারা জানান, গঠনতন্ত্রকে মেনে কমিটি করা ভালো উদ্যোগ, কিন্তু ৪ বছর সম্মেলন না হওয়ায় গঠনতন্ত্র মেনে কমিটি করা এবার সম্ভব হবে না।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা রাজধানীতে কেন্দ্রীয় প্রভাবশালী নেতাকর্মীদের কাছে তদ্বিরের জন্য ছুটে আসছে। সারাদিন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে, সন্ধ্যার পর আওয়ামী ফাউন্ডেশনে এবং গভীর রাতে সাবেক ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের বাসায় আসা-যাওয়া করছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ছাত্রলীগের হল সম্মেলন ও কাউন্সিল শুরু হয়েছে। হল শাখার নেতৃত্ব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়ো ধরনের গোলযোগের আশঙ্কা থাকলেও তেমন কিছু হয়নি। তবে গত শুক্রবার রাতে এফ রহমান হলে নির্বাচিত না হয়ে ক্ষুব্ধ পরাজিত প্রার্থীরা হলের ভিতরে ভাঙচুর করে। গতকাল শহীদুল্লাহ হলে কাউন্সিল হওয়ার কথা থাকলেও হল শাখার সভাপতির অনুপস্থিতিতে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামী ১১ অক্টোবর জগন্নাথ হলের সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা। আগামী ১৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের ব্যাপারে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না জানান, এবারের সম্মেলনের জন্য নতুন কোনো পদ্ধতি বা নিয়ম করা হয়নি। পূর্বের নিয়মেই এবারের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, সম্মেলনের তারিখকে সামনে রেখে সম্মেলনর জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি চলছে। কোনো জেলা ও থানা ইউনিট নতুন কমিটি করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সে কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।